দৈনিক জনকণ্ঠ

27-DEC-2002

ইবিতে জামায়াতপন্থীদের দাপটে চরম বিপাকে বিএনপিপন্থীরা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ চরম দুর্দিনের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী আদর্শের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ। জামায়াত শিবিরপন্থী শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্রনেতাদের দাপটে অনেকেই ক্যাম্পাসে অনিয়মিত। বরং অবস্থা বুঝে শাপলা ফোরাম নামের আওয়ামী-বামপন্থী শিক্ষকরা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ নিচ্ছেন বলে জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন। জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকায় ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়েছেন খোদ সরকার দলীয় শিক্ষক-কর্মকর্তারা। এমনকি ছাত্রদল দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ভিসিপন্থী দু'জন শক্তিধর শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এককালের রাজপথ কাঁপানো আন্দোলনকারী ও জিয়ার আদর্শের দাপুটে সৈনিকদের সিংহভাগই না পাওয়ার বেদনায় মিইয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জন শিক্ষকের মধ্যে জিয়া পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদের শিক্ষকের সংখ্যা ৫৯। বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও শাপলা ফোরাম সমন্বিত প্রগতিশীল শিক্ষকের সংখ্যা ১১৪। গ্রীন ফোরাম নামে জামায়াতপন্থী ৫৪ শিক্ষক ছাড়া ১২ নিরপেক্ষ শিক্ষক রয়েছেন। বিএনপিপন্থী ৫৯ শিক্ষকের জিয়া পরিষদ অংশটিকে জামায়াতে ইসলামীর 'ক্লোনকপি' বলে অভিযোগ করে বছরখানেক আগে গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদ। উভয় গ্রুপের দ্বন্দ্বও শুরু হয় সেই থেকে। পেশাজীবীদের অভিযোগ, ১১ সদস্যবিশিষ্ট সিন্ডিকেট সভায় পদাধিকার বলে সদস্য সংখ্যা ৫ জন। ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত বাকি ৬ জন আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট এবং এঁদের কেউই বিএনপির মতাদর্শে বিশ্বাসী নন। এমনকি জামায়াত শিবিরকে শক্তিশালী করতে ভিসি মুস্তাফিজুর রহমান প্রচলিত নিয়োগ-নীতিমালা উপেক্ষা করে প্লানিং কমিটির ডিম্যান্ড নোট ছাড়াই ৪৪ জনের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য গত ১৩ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ধারণা করা হচ্ছে জামায়াত শিবিরমনা ছাত্রদেরই শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দানে প্রাধান্য দেয়া হবে। ইতোমধ্যে উপাচার্য প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব, প্রশাসনিক পদসমূহে দায়িত্ব বণ্টনে অনিয়ম, বাসভবনে সংরক্ষিত প্রবেশাধিকার, একাধিকবার অফিসসূচীর পরিবর্তন, নতুন বিভাগ সৃষ্টি ও শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতিসংক্রান্ত জটিলতা, ছাত্রদলকে দ্বিধাবিভক্তিকরণসহ অর্থ আত্মসাত, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, টেন্ডার ছাড়া পরিবহন ক্রয়ে সৃষ্ট.জটিলতাসংক্রান্ত বিষয়ের অভিযোগ করেছে জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদ। তবে গ্রীন ফোরামের কয়েক শিক্ষক এ সকল অভিযোগকে মিথ্যা, বানোয়াট বলেছেন।

ভিসিপন্থী দুই শিক্ষক নিয়ন্ত্রণ করছেন ছাত্রদলের দু'গ্রুপকে